দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 11 2001 DEC. 12 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

# ছাত্র রাজনীতি ঃ গন্তব্য

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আবার সূচিত হয়েছে বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ মাসের শুরুতে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে হৈ-চৈ, উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। এর ক'দিন পরেই প্রধানমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান প্রচলিত ছাত্ররাজনীতি কেন বন্ধ হওয়া উচিত তার যথার্থ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন সাংবাদিকদের কাছে। ফলে এখন ধারণা করা হচ্ছে, জানুয়ারীতে জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন বসতে যাচ্ছে, সেখানে ছাত্ররাজনীতি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বন্ধের বিল আসতে পারে। সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ ও লেজুড়বৃত্তিক ধারার অসুস্থ ছাত্ররাজনীতির প্রতি দেশের সমগ্র মানুষ আস্থা হারিয়েছে- এ প্রসঙ্গ টেনে বিগত ৫ বছর সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ বারবার বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধে উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ করে এসেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঐ সময়ে প্রেসিডেন্টের আহ্বানের প্রতি ক্ষণিকটা ইতিবাচক মনোভাব দেখান। কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত বামপন্থী রাজনৈতিক দলের তীব্র প্রতিবাদ থাকায় বিষয়টি গুরুত্ব হারায়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ২রা অক্টোবর অবিস্মরণীয় বিজয়ের পর সরকার গঠন করলে ছাত্রদলের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এতে বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। এরপর ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি-না তা নিয়ে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। এখন প্রশ্ন চিহ্নিত হচ্ছে কেন ছাত্ররাজনীতি বন্ধের চিন্তা করা। ছাত্ররাজনীতির বীরত্ব গাথা আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। '৫২ -এর ভাষা আন্দোলন থেকে '৯০ -এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থান। মাঝে একাত্তরের জীবন কাঁপানো মুক্তিযুদ্ধ। সবকিছু জীবন ছাত্ররাজনীতির সুবর্ণ ফসল।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে সেভেন মার্ডার সন্ত্রাস আর কলুষিত ছাত্ররাজনীতির মাইলফলক। আশির দশকে ছাত্ররাজনীতিতে অস্ত্রের সঙ্গে অর্থ এবং অপর লোভনীয় অনুসঙ্গগুলো একাকার হয়ে যায়। স্বৈরাচারী সামরিক শাসক এরশাদ ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে রাখার জন্য ছাত্ররাজনীতিতে অস্ত্র সহজলভ্য করেন। ছড়িয়ে দেন কালো টাকা। ছাত্ররাজনীতিতে নেমে আসে এক অরাজকতা। আধিপত্যের লড়াইয়ে, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, হলদখলের যুদ্ধে প্রাণ হারায় ছাত্ররাজনীতির অনেক নেতা। ছাত্ররাজনীতি হয়ে পড়ে রাতারাতি গাড়ী-বাড়ী অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার সহজ মাধ্যম। ছাত্ররাজনীতিতে নাম লিখিয়ে এবং সন্তানের জনক। বামপন্থী দুইটি ছাত্র সংগঠনের বর্তমান যে শীর্ষ নেতা আছেন তার একজনের মাথায় বিরল প্রায় কেশে পাক ধরেছে। আরও ১০ বছর আগে তার ছাত্র জীবনের ইতি ঘটেছে। তবু এখনও তিনি ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন। অপর এক ছাত্রনেতা আছেন যার পুত্র ক্লাস এইটের ছাত্র। ক্যাম্পাসে তার দলের কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, বাপ-বেটা একসঙ্গে ছাত্ররাজনীতি করতে পারবে। ছাত্ররাজনীতির কারণে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেগে আছে সেশনজ্যাম। বাকসু, রাকসু, ডাকসু নির্বাচন হয় না ১১ বছর কিন্তু এ নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মাথাব্যথা নেই। কারণ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ খবর বিষয়টি আর ছাত্ররাজনীতি করা আমল দেন না। ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্যই এখন অর্থ আয় করে রাতারাতি অর্থবিত্তে মোটাতাজা হওয়া। এজন্য আধিপত্যের সহিংসতা, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, দখল সব ছাপিয়ে উপরে

*ইতিহাসের পাতায় এই মিছিল এখনো অনেকের মধুর স্মৃতি*

*-মীর মহিউদ্দিন সোহান*

কোমরে অস্ত্র গুজতে পারলেই আরব্য রূপকথার আলাদিনের অলৌকিক চেরাগের মত ছিম ছিম বল যা..... দিনে দিনে ছাত্ররাজনীতি অভিভাবকদের কাছে আতংকের মত হয়ে পড়ে। অভিভাবকরা প্রিয় সন্তানটিকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পাঠিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকে যেন, ছাত্ররাজনীতির কবলে না পড়ে। ছাত্ররাজনীতি লেজুড়বৃত্তিক হয়ে যাবার কারণে বড় ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে আর রাজনীতি করে না। জাতীয় নেতা-নেত্রীরা যা বলেন, সেটার পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল-মিটিং -এ উত্তপ্ত রাখে ক্যাম্পাস। আর যারা এখন এই ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্ব দেন তাদের শতকরা পাঁচ ভাগেরও ছাত্রত্ব নেই।

অনেকের সাইনবোর্ড ছাত্ররাজনীতি। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য, টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজী, তদবিরবাজী মূল পেশা। ছাত্ররাজনীতির এসব শীর্ষনেতাদের অধিকাংশই বিবাহিত এসেছে। কিছুদিন আগেও প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ ভাগ সাধারণ ছাত্রছাত্রী প্রচলিত ধারার ছাত্ররাজনীতি ঘৃণা করে।

অভিজ্ঞমহলের মতে, ছাত্ররাজনীতির হৃৎ-গৌরব ফিরিয়ে আনা যায় কিভাবে তার প্রয়াসের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ছাত্ররাজনীতিতে একটি সুন্দরধারা তৈরী করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র-রাজনীতি আর ছাত্রদের স্বার্থ দেখে না। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদগুলো সক্রিয় করে সেখানে মেধাবীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্রস্বার্থ পুরোমাত্রায় রক্ষা করা যায়। এভাবে সর্বোচ্চ মেধাবীদের মধ্য থেকে গড়ে উঠতে পারে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। বর্তমান অসুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতিতে যারা প্রকৃত অর্থে মেধাবী তারা অস্ত্র আর পেশীর দৌরাত্ম্যে কাছে ঘেঁষতে চায় না।

❑ আনোয়ার আলদীন